প্রথম আলো

তারিখ ... 30 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... 2 ...

শিশুরা চায় সুন্দর বিদ্যালয় আদর করে পড়ানো

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

কেউ বলেছে, বিদ্যালয়টি হতে হবে সুন্দর, পরিপাটি; থাকবে বাগান ও খেলার মাঠ। কারও চাওয়া, শিক্ষকেরা খুব আদর করে পড়াবেন। এক বেঞ্চে তিন-চারজন নয়, বসবে দুজন। কেউ বলেছে, বিদ্যালয়ে ক্লাসের সময় হতে হবে সকাল নয়টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত, যাতে শিশুরা খেলার সুযোগ পায়।

নিজেদের স্বপ্নের বিদ্যালয়ের জন্য এমন অনেক কিছুই চায় দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার রাজধানীর একটি হোটেলে আয়োজিত মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়ে এমন অনেক কিছুই চেয়েছে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা শিশুরা। তারা সবাই পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী। দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অনুষ্ঠানে দেশের ৬৪ জেলার ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মোট ২৫৬ জন অংশ নেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শিশুদের 'আমাদের স্বপ্নের স্কুল ও মানসম্মত শিক্ষা' শীর্ষক অধিবেশনে শিশুরা কথা বলে। শিশুদের এই চাওয়ার জবাবে অনুষ্ঠানের অতিথিরা বলছেন, শিশুদের এই চাওয়াগুলো পূরণ করতে পারলেই মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত হবে।

সিলেট থেকে আসা মনীষা রায় নামের এক শিক্ষার্থী বলে, তার স্বপ্নের বিদ্যালয় হতে হবে সুন্দর, পরিপাটি, সাজানো-গোছানো। শিক্ষককে নির্ভয়ে সবকিছু বলতে পারবে। থাকবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা। বিদ্যালয়ে মুখস্থ নয়, হবে সৃজনশীলতার বিকাশ।

নিশাত জাহান নামে পঞ্চগড় সদরের ২ নম্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী বলে, বর্তমানে তাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম সকাল সাড়ে নয়টায় শুরু হয়ে বিকেল সোয়া চারটায় শেষ হয়। মাঝে মাত্র ৩০ মিনিট টিফিনের সুযোগ পায়। খেলার সময় পায় না তারা। তার চাওয়া, বিদ্যালয়ের সময় হতে হবে সকাল নয়টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত।

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার অর্পণ বলে, খাবার হিসেবে বিদ্যালয় থেকে দেওয়া প্রতিদিন একই ধরনের বিস্কুট তার ভালো লাগে না। এ জন্য মাঝেমধ্যে কেক দেওয়ার দাবি তার। গাজীপুরের শ্রীপুরের এক ছাত্র বলে, মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাস নেওয়া হলে তাদের বুঝতে খুব সুবিধা হয়। এ সময় সে কিছুদিন আগে বায়ুদূষণ নিয়ে মাল্টিমিডিয়ার ক্লাসের উদাহরণ তুলে ধরে। চাঁদপুরের হাদিতা নামে পঞ্চম শ্রেণির এক ছাত্রী বলে, তার বিদ্যালয়ের আশপাশে থাকা বখাটে ছেলেরা মাঝেমধ্যে বিরক্ত করে। এ জন্য বিদ্যালয়ে দেয়াল দিয়ে নিরাপত্তাবেষ্টনী দেওয়ার দাবি জানায় সে।

কেউ আবার বলেছে, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকেরা পড়া দিয়ে চলে যান। এ জন্য ঠিকমতো ক্লাস হয় না, মজাও লাগে না। আবার কারও বই পড়ার ইচ্ছা থাকলেও লাইব্রেরির অভাবে পড়তে পারে না।

অধিবেশনের প্রধান অতিথি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, শিশুদের এই কথাগুলোর তালিকা করে ঠিকমতো পূরণ করতে পারলে সেটাই হবে মানসম্মত শিক্ষা। যেন বৈষম্য না হয়। এ সময় আরও বক্তব্য দেন সাবেক সচিব আবু আলম মো. শহিদ খান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আকরাম আল হোসেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের উপদেষ্টা লায়লা বাকি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আহসান হাবীব।

সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, সংশ্লিষ্ট সবাইকে মানসম্মত শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষকদের নিবেদিত হতে হবে। মূল প্রবন্ধে সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের নির্বাহী পরিচালক সাব্বির বিন শামস বলেন, শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে মন খুলে কথা বলা দরকার।